THE WORLD BANK

Working for a World
Free of Poverty

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে পরিনত হতে বাংলাদেশের দ্রুততর জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং অব্যাহত রেমিটেন্স প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন

ঢাকা, নভেম্বর ১৩, ২০১২ - আগামী দশকের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে পরিনত হবার জন্য বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ৭.৫ থেকে ৮ শতাংশে উন্নীত করতে এবং রেমিটেন্স প্রবৃদ্ধি হার ৮ শতাংশ অব্যাহত রাখতে হবে। আজ প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাংকের একটি নতুন রিপোর্টে এই তথ্য জানানো হয়েছে। **'বাংলাদেশঃ দ্রুত, ব্যাপক ও টেকসই প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে-সুযোগ ও চ্যালেঞ্জসমূহ'** শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়েছে, মধ্য আয়ের দেশের উন্নীত হবার জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও রেমিটেন্স উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বৈশ্বিক মন্দা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ সত্ত্বেও, বাংলাদেশের অর্থনীতি ছয় শতাংশের অধিক হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের সফল ধারা অব্যাহত রেখেছে এবং বর্তমানে মোট জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে ২৫ টি বৃহত্তম উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা, আর্থিক খাতে দ্রুত উন্নয়ন এবং অর্থনীতিতে উদারতা ইত্যাদি অব্যাহত প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় সার্বজনীন লক্ষ্য অর্জন।

বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর এলেন গোল্ডস্টেইন বলেন,*'গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে প্রমান করেছে যে দেশটি দ্রুত বিশ্বায়নের পরিবর্তনশীল চাহিদাসমূহের সাথে তাল রাখতে এবং নিজেও পরিবর্তন প্রবর্তন করতে সক্ষম ।'* তিনি আরো বলেন, *'কিন্তু, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ হবার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে গতানুগতিক ধারার চেয়ে বেশী প্রয়াস দিতে হবে। যেমন ব্যক্তিখাত উন্নয়নের জন্য নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা জরুরী। নগর এলাকা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন, বাসযোগ্য ও উদ্ভাবনমূলক হলেই কেবল অধিকতর প্রবৃদ্ধির হার টেকসই করা সম্ভব এবং এর জন্য অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠানসমূহ ও প্রণোদনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।'*

বাংলাদেশের দ্রুত মধ্য আয়ের দেশের র্মযাদায় পৌছানোর জন্য বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ৬ শতাংশ থেকে প্রায় ৭.৫-৮ শতাংশে উন্নীত করা লক্ষ্যে এই রিপোর্ট ভৌত অবকাঠামো ও মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি জোরদার এবং অর্থনীতির বহির্মুখীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

অপর্যাপ্ত অবকাঠামো প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য একটি বড় বাধা যা জরুরি ভিত্তিতে দূর করা প্রয়োজন। দেশের প্রায় ২.৭ মিলিয়ন বেকারের এবং প্রতি বছর আরো নতুন ১.৮ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে শ্রমঘন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারনের জন্য সক্ষম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন জরুরি।

মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করার পাশাপাশি অব্যাহতভাবে ৮ শতাংশের বেশী রেমিটেন্স প্রবাহ বজায় রাখা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিগত দশকে রেমিটেন্স অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে তা জিডিপি'র ১০.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে প্রায় বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ১৩ শতাংশ বিদেশে কাজ করছে। দেশে প্রবৃদ্ধি জোরদার ও দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে বৈশ্বিক অভিবাসন বাজারে অব্যাহতভাবে জায়গা করে নেয়া এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা বাংলাদেশের জন্য জরুরি।

প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা অপরিকল্পিত নগরায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার ওপর নির্ভরশীল। নগরায়ন প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার সুযোগ দেয়, তবে যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করতে না পারলে তা টেকসই ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়ে আসে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে অদূর ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব নগণ্য। এটি জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশকে আগাম পদক্ষেপ গ্রহনের সুযোগ দিবে।

Contacts:
In Washington: Gabriela Aguilar, (202) 473-8955, gaguilar2@worldbank.org
In Dhaka: Mehrin Ahmed Mahbub, (880-2) 8159001, mmahbub@worldbank.org

For more information, please visit: http://www.worldbank.org/bd
Visit us on Facebook: http://www.facebook.com/worldbankbangladesh